যুদ্ধের ডামাডোলে
মন্ত্রীরা পটোল তোলে

যুদ্ধের ডামাডোলে, মন্ত্রীরা পটোল তোলে,
মনের দুঃখে সব যায় বনবাসে।
এবার উদ্বাস্তু হ'ল তারা, কাচ্চা বাচ্চায় দিশেহারা,
কি করে খাবে এবার নয়নজলে ভাসে॥
এমন চাকরী না যাবে জোটা, ফাল্‌তু খেয়ে তুঁড়িমোটা,
গিন্নীদের খুলেছিল কত রং।
মন্ত্রীমহাশয়ের স্ত্রী বলে, রাখ্‌তো সবে মাথায় তুলে,
এবার, ভেলানো মাথায় জট্‌ পাকাবে যেন চৈত্র মাসের সং॥
আচ্ছা প্রস্তাব আনিল কামরাজ, নেহেরু শক্ত গোলন্দাজ,
মুহূর্ত্তে প্রস্তাব করি' পাস, কায়ার করে আর হাসে।
রথী মহারথীকে করি' ধরাশায়ী, হলেন তিনি রণবিজয়ী,
দেখেন শেষে কামরাজও গোলারমুখে উড়ে যায় ত্রাসে॥

শ্রীআদিত্যনাথ দাস প্রণীত
ও প্রকাশিত।
১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মূল্য—সাত নয়া পয়সা মাত্র।

"সবার উপরে স্বাধীনতা সত্য,
তার উপরে কিছু নাই।"

যুদ্ধের আশঙ্কা এখন ঘোচেনি—আসেনি শান্তি ফিরে,
উত্তর ভারত সীমান্তে এখন চীনা সৈন্য রয়েছে ঘিরে।
পিছু হটে তারা গিয়াছে বটে এখন ভারতের মাটী,
সম্পূর্ণ যায়নি ছেড়ে কর্‌ছে বিরাট বিরাট ঘাঁটি।
সমরসজ্জা তারা বাড়িয়েই চলেছে বিরাট বিমান ক্ষেত্র,
পাহাড় কেটে তারা রাস্তাঘাট কর্‌ছে যত্র তত্র।
তিব্বতেতে রেখেছে তারা সৈন্য বোঝাই করে,
বাধ্‌লে লড়াই আস্‌বে ছুটে পঙ্গপালের মত উড়ে।
গৃহযুদ্ধ করেছে তারা আজীবণ ধরে দেশে,
ঘরে ঘরে সৈন্য তাই রয়েছে তাদের ঠেসে,
করিয়ায় সেদিন কর্‌লে লড়াই সেকি ভয়ঙ্কর,
বিরাট শক্তিশালী সৈন্য রয় চীনের অভ্যন্তর।
সেই চীনাদের রুখ্‌তে হ'লে কত সৈন্য সমরসজ্জা চাই,
সেই সজ্জা গড়্‌তে ভারতবাসীর ত্যাগের সীমা নাই।
তাই, ভারতবাসী সহ্য করি' দুঃখ কষ্ট অবিরত,
অর্দ্ধাশনে থাকি' কর্‌ছে দান প্রতিরক্ষা ফণ্ডে রীতিমত।
করভারে তারা হচ্ছে জর্জ্জরিত তবু নীরবে কেন রয়,
"সবার উপরে স্বাধীনতা সত্য" অন্য দুঃখ কিই নয়।
তাই, কামরাজ প্রস্তাব করিল, মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী,
মন্ত্রীত্ব ছাড়ি' কংগ্রেস সেবীরা হও গঠণমূলক কাজে ব্রতী।

(দুই)

দেশের বড় দুর্দ্দিন এসেছে চীনারা হামলা করি' দেশ,
রুখ্‌তে তাদের দেশবাসীকে দিতে হচ্ছে খেসারত বেশ।
সবাই এখন ব্যয় সংকোচ করি' প্রতিরক্ষায় কর্‌ছে দান।
শুধু ব্যয় সংকোচ করে না দেখি যারা করে রাজ্য শাসন।
শাসনতন্ত্রে অগণিত মন্ত্রী কিবা কারণে রয়,
তাদের পিছে টাকার শ্রাদ্ধ অগণিত মিছে হয়।
পদত্যাগ করি' সর্ব্বরাজ্যের মন্ত্রী প্রধান সবে,
নূতন করে ঢালো সাজো মন্ত্রী সভা এবে।
কিম্বা ছাঁটাই করে মন্ত্রী ব্যয় সংকোচ কর ভাই,
মিছে, গোণ্ডা কতক মন্ত্রী পুষে কোন লাভ নাই।
বিজ্ঞ নেতারা সবাই যদি মন্ত্রীত্ব লয়ে রয়,
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানও দিন দিন হবে দুর্ব্বল নিশ্চয়।
বলীষ্ঠ নেতার অভাবে সেখানে ঘূণ ধরেছে ভাই,
দলাদলি জোর চলেছে—কোন্দলের সীমা নাই।
বামপন্থী দক্ষিণপন্থী দু'টি দলের হ'য়ে সৃষ্টি,
গোল্লায় দোরে যাচ্ছে কংগ্রেস সেদিকে দাও দৃষ্টি।
পুনরুজ্জীবিত যদি কর্‌তে চাও—বাঁচাতে চাও প্রতিষ্ঠান,
ত্যাগি গুণী জ্ঞানি কংগ্রেস সেবীরা হও সবে আগুয়ান।
মন্ত্রীত্বপদ ত্যাগ করি' আজ বলীষ্ঠ নেতারা সবে,
পুনঃ কংগ্রেস সেবায় হ'লে ব্রতী বাঁচ্‌বে প্রতিষ্ঠান তবে।
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে যবে কামরাজ প্রস্তাব ওঠে,
কমিটির সদস্যরা একযোগে বলে বলীষ্ঠ প্রস্তাব বটে।
ভোটের জোরে পাশ হ'য়ে যায় কামরাজ প্রস্তাব,
মুখে বাহবা দেয় মন্ত্রীরা কিন্তু কারো শরীরে হয় ঘর্ম্মস্রাব।

(তিন)

কার শিয়রে ঝোলে ছাঁটাইয়ের খড়্গ কে বল্‌তে পারে আর,
প্রধান মন্ত্রীর ইঙ্গিতে খড়্গ কখন পড়্‌বে ঘাড়ে কার।
সারা ভারতে পড়ে যায় সাড়া—নেহেরু আহ্বান করি কয়,
কোন রাজ্য মন্ত্রী সভা করিবে পদত্যাগ জানাবে নিশ্চয়।
দাখিল করিল অনেকে পদত্যাগ পত্র কেন্দ্র প্রধানের কাছে,
কার পত্র নিল নেহেরু কার বলে তোমায় প্রয়োজন আছে।
কেন্দ্রে কমিল ছয় জন মন্ত্রী ত্যাগী গুণী কর্ম্মদক্ষ অতিশয়,
কংগ্রেসের তারা বলীষ্ঠ নেতা, অশেষ শক্তি তাদের রয়
মন্ত্রীত্বের গদী ছাড়িয়া তাহারা আরাম কেদারা হায়।
দেশের কাজে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আনন্দে চলে যায়।
মন্ত্রী ছাঁটাই পর্ব্ব শুরু হ'ল এক এক রাজ্য 'পরে,
বাংলার উপমন্ত্রীরা দল নেতার ফুৎকারে গেল উড়ে।
রাষ্ট্রমন্ত্রীও ক'জন হ'ল ধরাশায়ী, শুধু এক নম্বর মন্ত্রী রয়,
দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা বলি' তারা জপ করিছে সব সময়।
কার ঘাড়ে কখন কলমের খোঁচা এসে পড়্‌বে তীরের মত,
সেই খোঁচায় হ'তে হবে ধরাশায়ী—দুশ্চিন্তা তাই অবিরত।
মন্ত্রীত্বের গদীতে বসে তারা কত সম্মান পায়,
সেলাম ঠোকে দেশবাসী যখন যেখানে যায়!
উপমন্ত্রী বনামে ছিল কত উড়ন্ত মন্ত্রী মহাশয়,
উড়ে বেড়ায়ে সরকারী টাকা রাশী রাশী করেছে ক্ষয়।
কাজের নামে অষ্টরম্ভা শুধু বেড়ায় মোটরে চড়ে,
আজ এখানে কাল সেখানে বেড়াতো উড়ে উড়ে।
পেট্রোল খরচ নামে যখন করতো বিল পাস,
টাকার অঙ্ক দেখে তাক লেগে যায়, একি সর্ব্বনাশ।

(চার)

কত আরামের মন্ত্রীত্ব আজ এক খোঁচায় যায় চলে,
কেঁদে ফেলে উড়ন্ত মন্ত্রীরা দুঃখভরে বলে।
এত সুখের কপাল দেখে লোকের হিংসায় বুক ফাটে,
খেতাম সোনার থালায় পরমান্ন—শুইতাম রূপার খাটে।
চড়তাম মোরা মোটর জুড়ি গিন্নী নিয়ে সাথে,
নরম গদির উপরে বসে আরাম কত তাতে।
মোদের আরামের চাকরী খতম দেখে হিংসুটে লোক যারা,
হাস্‌ছে তারা দেখ্‌ছে মজা দাঁড়িয়ে দূরে তারা।
ওদের টিট্‌কারী মারা হাসি দেখে গাত্র জ্বলে যায়,
শোকে মূহ্যমান হ'য়ে উড়ন্ত মন্ত্রীরা বাড়ীর পানে ধায়।
আরামের নেশা ছাড় মন্ত্রীরা অই দেখ ভাই চেয়ে,
হিমালয়ের পাদদেশে এখন শত্রু সৈন্য রয়েছে ছেয়ে।
প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিতালি করেছে তাদের সঙ্গে হায়!
শয়তানের সাথে শয়তানের কোলাকুলি মতলব বোঝা যায়।
পায়ে পা দিয়ে ঝগ্‌ড়া যারা বাধাচ্ছে বারে বার,
আচরণ তাদের যায় না কি বোঝা কুমতলব আছে তার।
মন্ত্রীত্বের নেশা ছেড়ে সবে হও হুঁশিয়ার! সাবধান!
এবার একযোগে ভারত কর্‌তে পারে আক্রমণ চীন-পাকিস্থান।
বিশ্বাসঘাতক অই চীনা জাত্‌টাকে বিশ্বাস কিছু নাই,
পাকিস্থানের সঙ্গে দোস্তি পাতিয়েছে শয়তান আজি তাই।
যুগ যুগ ধরে যাদের সাথে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব মোদের ছিল,
সেই বন্ধুত্ব নষ্ট করি' কেন চীনারা ভারত আক্রমণ করিল।
এই ত' সেদিন আসিল ভারতে চীনের মন্ত্রী চো এন লাই,
দুই বাহু তুলে গাহিলাম মোরা "হিন্দি চীনি ভাই ভাই"।

সেই চীনি আজ কিবা কারণে বন্ধুত্ব নষ্ট করে,
রুদ্রনেত্রে দাঁড়ালো এসে ভারতের দুয়ারে ?
রাষ্ট্রসঙ্ঘে ওদের সদস্য কর্‌তে মোদের লড়াইয়ের অন্ত নাই,
বিনিময়ে ওরা ভারত আক্রমণ করি' আচ্ছা শিক্ষা দিল তাই।
ভারতের 'নও জোয়ান'রা প্রস্তুত হ'য়ে ভাই রবে,
পুনঃ আক্রমণ যদি করে চীনা রুখ্‌তেই তাদের হবে।
দেশরক্ষা তরে পণ করি সরে ভারতের বীর সন্তান।
"মার হাব্বা—মার হাব্বা" রবে ছুটে যাবে হবে আগুয়ান।
সূচাগ্র ভারতভূমি দখল করি' তারা রহিবে যতক্ষণ,
অগ্রসর হইবে সবলে সম্মুখে—না করিবে পৃষ্ঠপ্রদর্শন।
যতক্ষণ রহিবে একটি বন্দুক একটি সৈনিকের প্রাণ,
ততক্ষণ বীরগর্ব্বে করিবে লড়াই ভারতের সু-সন্তান।
প্রয়োজন যদি হয় বলে রাখি শুনে রাখ ভাই সবে,
ভারতমাতার বীর কন্যারাও বুক ফুলিয়ে ছুটে যাবে।
বন্দুক ঘাড়ে লড়াই কর্‌তে পিছপাও তারা নয়,
ভারতের বীর নারীর কীর্ত্তি-কথা ইতিহাসে গাঁথা রয়।
তারা নিয়েছিল বন্দুক ঘাড়ে স্বাধীন করিতে দেশ,
ত্যাজি বেশভূষা বিলাসের সাজ শ্রীহীন কবরী কেশ।
স্বামী ছেড়ে দিল অস্ত্র দিয়ে হাতে বিদায়ের শেষ শেষ চুমি,
স্বাধীন করিতে আপনার দেশ সাধের ভারতভূমি।
ভারতনারীর বুকে কতবল দেহে আছে কত শক্তি,
দেখাইতে তারা রণক্ষেত্রে ছোটে সাধিতে দেশের মুক্তি।
আজাদ্ হিন্দ ফৌজদলে তারা বন্দুক করেছে ঘাড়ে,
পুরুষের মত যুদ্ধ করেছে বলি দেছে আপনারে।

(ছয়)

পুরুষের সমান অধিকার যারা নিয়েছে ভারতে আজ,
পুরুষ যে কাজে ছুটে চলে যায়—নারী বলে সাজ সাজ।
মৃত্যুভয় লেশ তাদের অন্তরে দেখ্‌তে পাই না আর,
সবার উপরে স্বাধীনতা সত্য—তারা পেয়েছে আস্বাদ তার।
চীনারা যদি করে আক্রমণ পুনঃ বাধায় যদি যুদ্ধ,
ভারতের জোয়ানদের লড়াই দেখি' অবাক হ'বে বিশ্ববাসী শুদ্ধ।
শান্তিকামী ভারতবাসী চায়না কর্‌তে যুদ্ধ,
কিন্তু আক্রমিত হ'লে তারা মার খাবে না শুদ্ধ।
ভারতবাসী নয় হীন কাপুরুষ দেখাবে তার বুকের পাটা,
বিশ্বাঘাতকের খড়্গের মুখে রবে না হ'য়ে বলির পাঁঠা।
একযোগেতে দাঁড়াবে রুখে ভারতের তরুণ অরুণ দল,
তাদের তেজ ও বীর্যে উঠ্‌বে কেঁপে সারা হিমাচল।

———

ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজিঃ

কালমাণিক পোষ্টাই—ব্যবহারে অম্ল, অজীর্ণ, কোষ্ঠ বদ্ধতা, পেটের ব্যাথা, লিভার দোষ, মেহ, প্রমেহ, ঘন ঘ প্রস্রাব, ও প্রস্রাব-সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ দূরিভূত কর্য়ি দৈহিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সর্দ্দি কাশীতে বিশে ফল পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের বাধক, সূতিকা, ও প্রদ্য রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

মূল্য—প্রতি ১ কৌটা ১৲ টাকা মাত্র।

বিঃ-দ্রঃ—তিন কৌটার কম ভিঃ পিঃ করা হয় না। অগ্রি ২৲ দুই টাকা ডাক যোগে না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ করা হয় ন ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। রিপ্লাই কার্ড না পাঠাইলে কোন পত্রে উত্তর দেওয়া হয় না।

—প্রাপ্তিস্থান—

নিউ বেঙ্গল ফার্ম্মেসী

১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

[লিবার্টি সিনেমার নিকটে]